ISSUE #1

MAGENDA

PROJECT NUMBER 101179725

MAGENDA নিউজলেটারের প্রথম সংখ্যায় আপনাকে স্বাগতম!

MAGENDA প্রকল্পের সর্বশেষ আপডেট আপনাদের জানাতে পেরে আমরা উচ্ছ্বসিত। বাংলাদেশ, নেপাল এবং ইউরোপের অংশীদারদের সঙ্গে মিলে আমরা উচ্চশিক্ষায় অর্থবহ পরিবর্তন আনতে কাজ করছি।

এই উদ্বোধনী সংখ্যায় MAGENDA প্রকল্প, এর মূল লক্ষ্যসমূহ এবং এটিকে সম্ভব করে তোলা দশটি কনসোর্টিয়াম সদস্যের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আমরা নেপালের পোখরায় অনুষ্ঠিত আমাদের সাম্প্রতিক উদ্বোধনী সভার উল্লেখযোগ্য মুহূর্তগুলো আপনার সঙ্গে শেয়ার করছি এবং আপনাকে আমাদের নতুন ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অনুসরণ করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যাতে আপনি প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত অবগত থাকতে পারেন । আমাদের সঙ্গে থাকুন এবং দেখুন, কীভাবে আমরা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও লিঙ্গ-সমতাপূর্ণ একাডেমিক ভবিষ্যৎ নির্মাণে কাজ করছি।

MAGENDA সম্পর্কে

MAGENDA (Mainstreaming Gender Equality in Academia) হলো Erasmus+ Capacity Building in Higher Education কর্মসূচির আওতায় অর্থায়িত একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক প্রকল্প। এর মূল লক্ষ্য বাংলাদেশ ও নেপালের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে (HEIs) লিঙ্গ-সমতা বিষয়ক নীতি ও কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা। যদিও উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, তবুও একাডেমিক নেতৃত্ব, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (STEM) বিষয়সমূহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এখনো লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বিদ্যমান। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় MAGENDA প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা পরিকল্পনা (Gender Equality Plan–GEP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে কাজ করছে।

Co-funded by the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পটি একটি সমন্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এর মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা পরিকল্পনা (GEP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসংক্রান্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও সর্বোত্তম চর্চা অংশীদার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিনিময় ও স্থানান্তর করা হবে। একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জন্য সক্ষমতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে এবং শিক্ষার্থীদের লিঙ্গ-সমতা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা হবে।

৩৬ মাসব্যাপী এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ ও নেপালে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে এশিয়ার ছয়টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইউরোপের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান অংশীদার হিসেবে একসঙ্গে কাজ করছে। প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নাগরিক সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ের অংশীজনদের সঙ্গে কার্যকর সহযোগিতা জোরদার করা হবে। প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক ও নীতিগত পর্যায়ের প্রতিবন্ধকতা দূর করে উচ্চশিক্ষায় লিঙ্গ-সমতা প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই পরিবর্তন নিশ্চিত করাই MAGENDA-এর মূল লক্ষ্য। প্রকল্পটি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে কাজ করছে:

- ছয়টি এশীয় অংশীদার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে লিঙ্গ সমতা পরিকল্পনা (Gender Equality Plan–GEP) প্রণয়ন বা হালনাগাদ।
- GEP-এর কার্যকর বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি হ্যান্ডবুক প্রণয়ন।
- GEP বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (HEIs) কর্মীদের জন্য অন্তত ছয়টি সক্ষমতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন।
- শিক্ষার্থীদের জন্য লিঙ্গ-সমতা বিষয়ক একটি ডিজিটাল জ্ঞানকেন্দ্র (Digital Knowledge Hub) প্রতিষ্ঠা।
- নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করতে ছয়টি কমিউনিটিভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা।
- নীতিনির্ধারক ও শিক্ষা খাতের প্রধান অংশীজনদের অংশগ্রহণে দুটি জাতীয় নীতি-সংলাপ (Policy Roundtable) এবং একটি চূড়ান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন।
- একাডেমিয়ায় GEP বাস্তবায়নসংক্রান্ত দুটি নীতিসংক্ষিপ্ত (Policy Brief) প্রকাশ।
- প্রকল্প-পরবর্তী সময়েও GEP বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে একটি টেকসই পরিকল্পনা (Sustainability Plan) প্রণয়ন।

উদ্বোধনী সভা

২০২৫ সালের ১৬–১৭ মার্চ নেপালের পোখরায় অনুষ্ঠিত প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী সভা (Kick-off Meeting)-এর মাধ্যমে MAGENDA প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। দুই দিনব্যাপী এই সভায় কনসোর্টিয়ামের অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশ ও নেপালের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌথ সহযোগিতা, জ্ঞান বিনিময় এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে লিঙ্গ-সমতা প্রতিষ্ঠার রূপরেখা নির্ধারণ করেন।

Co-funded by the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

অংশীদার প্রতিষ্ঠানসমূহ

বেলজিয়াম, গ্রিস, বাংলাদেশ ও নেপালের ১০টি অংশীদার প্রতিষ্ঠান MAGENDA প্রকল্প বাস্তবায়নে যৌথভাবে কাজ করছে।

- **পোখরা বিশ্ববিদ্যালয় (Pokhara University-PU),** নেপাল – প্রকল্প সমন্বয়কারী, নেপালের অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়। আন্তর্জাতিক Erasmus+ প্রকল্প বাস্তবায়নে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটি MAGENDA কনসোর্টিয়ামের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করছে।

কাঠমান্ডু বিশ্ববিদ্যালয় (Kathmandu University-KU), নেপাল, একটি শীর্ষস্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, যা গবেষণায় উৎকর্ষতা এবং শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সুপরিচিত।

ফার ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি (Far Western University-FWU), নেপাল, সুদূরপশ্চিম প্রদেশের একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, যা সবার জন্য সহজলভ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (Bangladesh Agricultural University-BAU), বাংলাদেশ, দেশের শীর্ষ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি, যা লিঙ্গ-সংবেদনশীল গবেষণা ও মূল্যায়নে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (Bangladesh Open University-BOU), বাংলাদেশ, দেশের একমাত্র জাতীয় উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়, যা প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সারাদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে কাজ করছে।

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (Sher-e-Bangla Agricultural University-SAU), বাংলাদেশ, বাংলাদেশের অন্যতম স্বনামধন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, যা কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই কৃষি উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে।

- **ভ্রিয়ে ইউনিভার্সিটি ব্রাসেল (Vrije Universiteit Brussel-VUB**), বেলজিয়াম, এর Health and Ageing Lab-এর মাধ্যমে VUB নিয়ন্ত্রক কাঠামো, ডেটা গভর্ন্যান্স এবং প্রাতিষ্ঠানিক নীতি উন্নয়নে বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান করছে।

- **পেলোপনিস বিশ্ববিদ্যালয় (University of the Peloponnese-UoP)**, গ্রিস, Erasmus+ এবং Horizon-অর্থায়িত আন্তর্জাতিক প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়।

- **ReadLab Brussels, বেলজিয়াম**, শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনভিত্তিক একটি সংস্থা, যা প্রযুক্তিগত সহায়তা, সক্ষমতা উন্নয়ন এবং কার্যকর যোগাযোগ কৌশলের মাধ্যমে অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা করে।

- **KMOP, গ্রিস**, সামাজিক নীতি, শিক্ষা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ৪৫ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একটি আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজ ও গবেষণা সংস্থা।

Co-funded by the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

ওয়েবসাইট উদ্বোধন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুক্ত হোন

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে MAGENDA প্রকল্পের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.magenda-project.eu এখন সবার জন্য উন্মুক্ত। প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি, কার্যক্রম ও অর্জন সম্পর্কে জানতে এটি হবে আপনার নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার।
ওয়েবসাইটে রয়েছে:

- প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য।
- কনসোর্টিয়ামের ১০টি অংশীদার প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ও প্রোফাইল।
- প্রকল্পের সর্বশেষ সংবাদ, আসন্ন কার্যক্রম, ইভেন্ট এবং নিউজলেটার।
- প্রকল্পের প্রতিবেদন (Deliverables), প্রকাশনা এবং প্রেস বিজ্ঞপ্তি, যা পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করা হবে।

ওয়েবসাইটটি বাংলা ও নেপালি ভাষার সংস্করণেও প্রকাশিত হয়েছে, যাতে বাংলাদেশ ও নেপালের অংশীদার এবং অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই তথ্য জানতে পারেন।

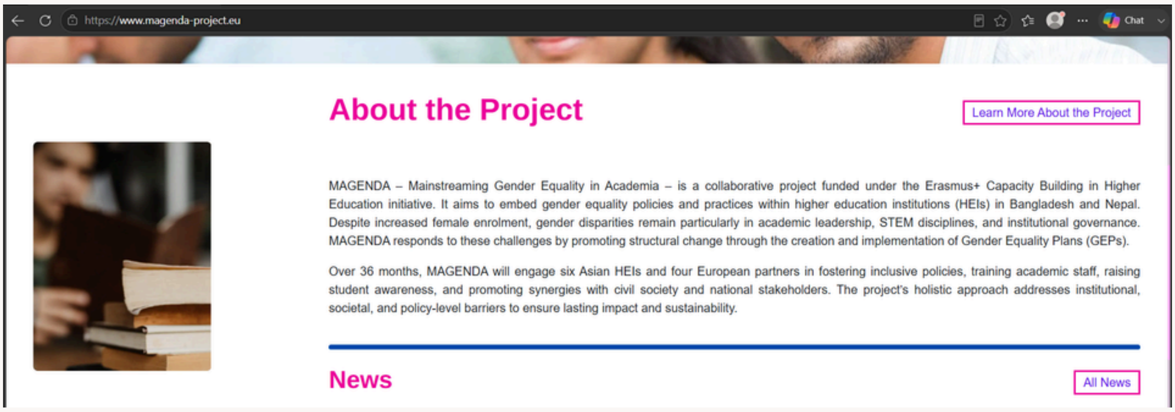

আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন

প্রকল্পের সর্বশেষ সংবাদ, কার্যক্রম, ইভেন্ট এবং অংশীদার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদ্যোগ সম্পর্কে নিয়মিত জানতে MAGENDA-কে ফেসবুক ও লিংকডইন-এ অনুসরণ করুন। সংশ্লিষ্ট লিংকগুলো এই নিউজলেটারের ফুটারে দেওয়া রয়েছে।

Co-funded by the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.